

ব্যয়ের ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস

Concepts and Classifications of Costs



ভূমিকা

Introduction

একটি প্রতিষ্ঠান যখন কোনো পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ বা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে অর্থ ত্যাগ করে তখন তাকে ব্যয় বলা হয়। যেহেতু পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ বা সেবা ভোগের বিষয়টি স্বল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন উভয়ই হতে পারে, সেহেতু ব্যয়ও স্বল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন পণ্য, সেবা অথবা কোনো কাজ সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এটি অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে পরিমাপযোগ্য প্রদেয় অর্থ। ব্যয় সব সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি বিষয়- যা আয় হতে বাদ দেওয়া হয়। ব্যয়কে একটি বাস্তব পরিমাপের ভিত্তিতে প্রকাশ করতে হয়, যাকে ব্যয় একক বলা হয়। যেমন: গাড়ি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতি ট্রিপ, সিমেন্ট কারখানার ক্ষেত্রে প্রতি টন সিমেন্ট, ইট ভাটার ক্ষেত্রে প্রতি হাজার ইট, বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষেত্রে কিলোওয়াট কিংবা মেগাওয়াট ইত্যাদি। ব্যবসায়ের ধরন, কাজের প্রকৃতি, পণ্যের ধরন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ব্যয়কে শ্রেণিবিন্যাস করতে হয়। ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, খুচরা বিক্রেতা এবং সেবা প্রদানকারী প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সমূহকে সঠিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা না হলে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যায় না। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সফলতার জন্যেও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয়হ্রাস অতীব জরুরি একটি বিষয়। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয়হ্রাস বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ ২.১ : ব্যয়ের ধারণা ও ব্যয় তত্ত্ব
- পাঠ ২.২ : উপাদানভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ
- পাঠ ২.৩ : আচরণভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ
- পাঠ ২.৪ : সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয়ের বিশ্লেষণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ
- পাঠ ২.৫ : পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য
- পাঠ ২.৬ : উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় প্রবাহ
- পাঠ ২.৭ : ব্যয় বিবরণী
- পাঠ ২.৮ : ব্যয় বিবরণী: গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

পাঠ-২.১

ব্যয়ের ধারণা ও ব্যয় তত্ত্ব

Cost Concept and Theory of Cost



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যয় কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যয় তত্ত্ব কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



ব্যয়ের ধারণা

Cost concept

ব্যয়ের ধারণা থেকেই উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting) শাস্ত্রের উৎপত্তি। পণ্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত উপাদানগুলো অর্জনের জন্য বর্তমানে প্রদত্ত বা ভবিষ্যতে প্রদেয় অর্থই হলো ব্যয় (Cost)। যেমন: কলকজা ও যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য যে আর্থিক ত্যাগ তা হলো ব্যয়। আবার, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নতুন কোনো পণ্য তৈরির জন্য উৎপাদনের উপাদান বাবদ যে অর্থ ত্যাগ করে, তাকেও ব্যয় বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আসবাবপত্র উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান আসবাবপত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যথা: কাঠ, বার্গিশ, মজুরি, তারকাটা ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক সকল উপাদানসমূহ সংগ্রহের জন্য যে অর্থ ত্যাগ করেন তা হলো ব্যয়। ব্যয় সংক্রান্ত কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

“A cost is the value of economic resources used as a result of purchasing or doing the thing costed.” - W. M. Harper

“Cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for some purposes.”- R. N. Anthony

“Cost is a price paid for something.”- Oxford Dictionary

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি, ব্যয় হচ্ছে টাকায় পরিমাপযোগ্য এক ধরনের ত্যাগ, যা সংঘটিত হয়ে গেছে বা নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে আরোপিত হবে। এটি প্রকৃত বা অনুমিত যেকোনো রূপেই হতে পারে।

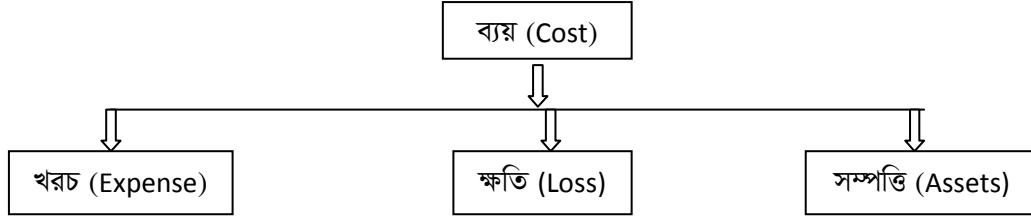
ব্যয় তত্ত্ব

Theory of cost

দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা লাভের জন্য বর্তমান ত্যাগকে আমরা ব্যয় বলে থাকি। ব্যয়ের এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আমার এর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। যথা:

- ১। ব্যয় কোনো ঘটনা, কাজ, পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়।
- ২। ব্যয় টাকায় পরিমাপযোগ্য হয়ে থাকে।
- ৩। ব্যয় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে প্রদেয় হতে পারে।
- ৪। এটি প্রকৃত কিংবা অনুমান নির্ভর হয়ে থাকে।
- ৫। ব্যয়ের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে, তত্ত্বগত দিক থেকে আমরা ব্যয়ের তিনটি রূপ দেখতে পাই যথা: খরচ, ক্ষতি এবং সম্পত্তি যা নিম্নে চিত্রসহ আলোচনা করা হলো :



ক) খরচ (Expense) : ব্যয়ের যে অংশ হতে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে বা যে অংশ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তাকে খরচ বলে। Hendriksen এর মতে, “Consumption of goods and services with a view to earning revenue is called expenses.” ব্যয়ের এ জাতীয় অংশকে রাজস্ব ত্যাগও বলা হয়। যেমন: মজুরি, ভাড়া, বেতন, বিক্রয় খরচ, প্রশাসনিক খরচ, সুদ খরচ, আয়কর ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ ব্যয় ও খরচের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়না, তবে ব্যবসায়ের ধরন, কাজের প্রকৃতি, পণ্যের ধরন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

খ) ক্ষতি (Loss) : যেকোনো আর্থিক ত্যাগ যা হতে স্বল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন কোনো আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়না তাকে ক্ষতি বা লোকসান বলে। যেমন: ৫০০ টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়ে গেলো, কাম্য উৎপাদন ৫০০ এককের স্থলে ৪৯৮ একক উৎপাদিত হলো, ৫০০ টাকা দিয়ে পণ্য কিনে ৪৯০ টাকায় বিক্রয় করা হলো, বেকার সময়ের জন্য কর্মচারীদেরকে বেতন দেওয়া হলো ৫০০ টাকা ইত্যাদি। Dipak Kumar Biswas এর মতে, “Any kind of financial sacrifice without benefit is called loss.”

গ) সম্পত্তি (Assets) : ব্যয়ের যে অংশের সুবিধা এখনো পাওয়া যায়নি বা ভোগ করা হয়নি বা ব্যবহৃত হয়নি বা সময় অতিক্রান্ত হয়নি তাকে সম্পত্তি বলা হয়। যেমন: অব্যবহৃত আসবাবপত্র, দালানকোঠা, অগ্রিম বিমা সেলামি ৮০০ টাকা, প্রাথমিক খরচাবলি ৫০,০০০ টাকা, বিলম্বিত বিজ্ঞাপন ৬,০০০ টাকা ইত্যাদি ব্যয়কে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। Oxford Dictionary এর ভাষায় “Assets means a useful and desirable thing or quality: Organizational ability, or items of ownership convertible into cash; total resources of a person or business, as cash, notes and accounts receivable, securities, inventories, goodwill, fixtures, machinery, or real estate.”



সারসংক্ষেপ:

পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ বা সেবা ভোগের জন্য স্বল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন আর্থিক ত্যাগকে ব্যয় বলা হয়। এ ব্যয়কে আমরা তিনটি রূপে দেখতে পাই। যথা: ক) খরচ (Expense) খ) ক্ষতি (Loss) এবং গ) সম্পত্তি (Assets)। ব্যয়ের যে অংশ হতে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে বা যে অংশ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তাকে খরচ বলে। যেকোনো আর্থিক ত্যাগ যা হতে কোনো আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়না তাকে ক্ষতি বা লোকসান বলে। ব্যয়ের যে অংশের সুবিধা এখনো পাওয়া যায়নি বা ভোগ করা হয়নি বা ব্যবহৃত হয়নি বা সময় অতিক্রান্ত হয়নি তাকে সম্পত্তি বলা হয়।

পাঠ-২.২

উপাদানভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

Element-Wise Cost Classification



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

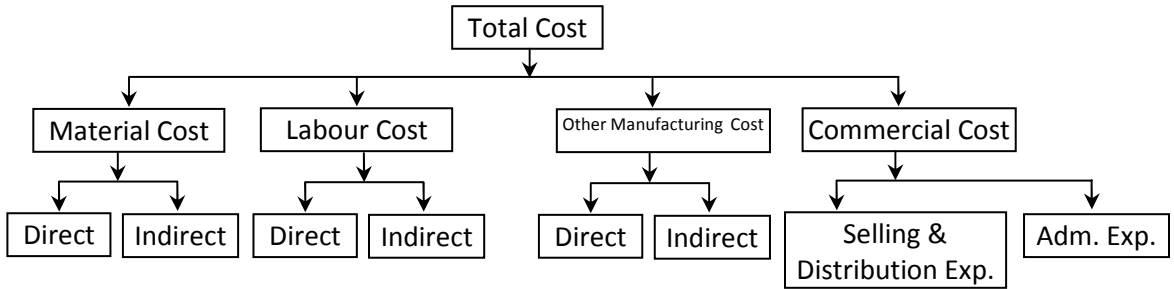
- উৎপাদনের উপাদানগুলো কী তা বলতে পারবেন।
- পণ্য উৎপাদনের সাথে কী কী ব্যয় জড়িত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



উপাদানভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

Element-wise cost classification

ব্যয় নির্ণয়, নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ব্যয়ের নিজস্ব কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুচ্ছ অনুযায়ী সাজানোকে ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ বলে। ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, খুচরা বিক্রেতা এবং সেবা প্রদানকারী প্রায় সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনীয় হিসাববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠানভেদে ব্যয় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সমূহকে সঠিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা না হলে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যায়না। এ পাঠে আমরা ব্যয়ের উপাদানভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যয়গুলোর স্বাভাবিক শ্রেণিকে উপাদানভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বলা হয়। সাধারণত উৎপাদনের উপাদান তিনটি যথা: ১। কাঁচামাল ২। শ্রম বা মজুরি ৩। অন্যান্য খরচ (উপরিখরচ)। এ তিনটি উপাদানের আলোকে ব্যয়ের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :



ব্যয়কে আবার নিম্নোক্তভাবেও শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

1. Prime Cost = Direct Material + Direct Labour + Direct Cost
2. Overhead = Indirect Material + Indirect Labour + Indirect Cost
3. Total cost = Prime cost + Overhead + Commercial expenses

১। **কাঁচামাল ব্যয় (Raw material cost)** : কোনো পণ্য বা সেবা তৈরিকে বা উপযোগ সৃষ্টিকে উৎপাদন বলে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে সকল উপাদান প্রয়োজন হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কাঁচামাল। কাঁচামাল ব্যতীত কোনো পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়না। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালের প্রাথমিক অবস্থা হতে এর গঠন, রং, আকার, আকৃতি ইত্যাদির রূপান্তর ঘটিয়ে চূড়ান্ত পণ্যের উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন: আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ; দালানকোঠা নির্মাণে ইট, রড, সিমেন্ট, পাথর; বিস্কুট তৈরিতে আটা, ময়দা, চিনি ইত্যাদি হলো কাঁচামাল। কাঁচামালের খরচকে কাঁচামাল ব্যয় বলে। কাঁচামাল দু রকমের হতে পারে:

(ক) **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় (Direct material cost)** : যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলা হয়। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্যের একক হতে যে কাঁচামালকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা যায় অথবা উৎপাদিত পণ্যের এককের মধ্য হতে যে কাঁচামালকে পৃথকভাবে সনাক্ত বা চিহ্নিত করা যায়, তাকে প্রত্যক্ষ

কাঁচামাল বলে। যেমন: জামা তৈরির জন্য কাপড়, সুতা উৎপাদনের জন্য তুলা, আসবাবপত্র তৈরির জন্য কাঠ ইত্যাদি হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বাবদ প্রদত্ত খরচকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যয় বলে।

(খ) পরোক্ষ কাঁচামাল ব্যয় (Indirect raw material cost) : যে কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু পণ্য এককের সাথে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কষ্টকর, অর্থাৎ চূড়ান্ত দ্রব্যের অংশরূপে চিহ্নিত করা যায় না, তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। যেমন: পোশাক তৈরি কারখানায় সুতা, বোতাম; আসবাবপত্র তৈরিতে পেরেক, বার্নিশ, শিরিষ কাগজ, জু; গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে গ্রিজ, মবিল ইত্যাদি পরোক্ষ কাঁচামাল। এ বাবদ খরচকে পরোক্ষ কাঁচামাল খরচ বলে।

২। শ্রম বা মজুরি ব্যয় (Labour cost) : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামালের পর মজুরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ও বেতনকে শ্রম বা মজুরি ব্যয় বলে। এ ব্যয় দুপ্রকারের হতে পারে। যেমন:

(ক) প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় (Direct labour cost) : প্রত্যক্ষ কাঁচামালকে চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ও বেতনকে প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় বলে। অর্থাৎ উৎপাদনের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত শ্রমিকের বেতনই হলো প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়। যেমন: পাটকলে শ্রমিকের পারিশ্রমিক, বস্ত্রশিল্পে তাঁতীর পারিশ্রমিক, মেশিন চালকের পারিশ্রমিক, বাস-ট্রাকের ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি হলো প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়। Wheldon এর মতে "Direct wages are incurred in altering the construction, composition, confirmation or conditioned of the product."

(খ) পরোক্ষ শ্রম ব্যয় (Indirect labour cost) : যারা উৎপাদনে সরাসরি শ্রম দেয়না অর্থাৎ যে সকল শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদনের সহিত সরাসরি জড়িত নয়, কিন্তু উৎপাদনের কাজে সহায়তা করে থাকে তাদেরকে প্রদত্ত মজুরিকে পরোক্ষ শ্রম ব্যয় বলে। যেমন: ঝাড়ুদার, দারোয়ান, কারখানার সুপারভাইজার, বিভাগীয় প্রধান, বিদ্যুৎ মিস্ত্রি ও ব্যবস্থাপকের বেতন ইত্যাদি পরোক্ষ শ্রম ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩। অন্যান্য ব্যয় (Other cost) : পণ্য তৈরিতে ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ অন্যান্য ব্যয়। এ ব্যয়গুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(ক) প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct cost) : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ব্যয় সরাসরি উৎপাদন এককের সাথে জড়িত থাকে তাদেরকে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলে। যেমন: কোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ভাড়া, বিশেষ ধরনের ডিজাইন, নকশা, অবচয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস ইত্যাদি।

(খ) পরোক্ষ ব্যয়/ খরচ/ উপরিব্যয় (Indirect cost/ Expenses/ Overhead) : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচ ব্যতীত অন্যান্য সকল খরচকে পরোক্ষ ব্যয় বা উপরিব্যয় বলে। এ ধরনের ব্যয় সরাসরি পণ্য এককের সাথে ধার্য করা না হলেও পরবর্তিতে পণ্যের ওপর হার মতো বণ্টন করা হয়। যেমন: কারখানার ভাড়া, যন্ত্রপাতির অবচয়, বিদ্যুৎ খরচ, পরোক্ষ কাঁচামাল, পরোক্ষ শ্রম, ভ্যানের সরবরাহ খরচ, গাড়ির গ্যাস খরচ ইত্যাদি। এ সমস্ত উপরিব্যয়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) কারখানা উপরিব্যয় (**Factory overhead**) : কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কারখানার পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত সকল পরোক্ষ ব্যয়কে কারখানা উপরিব্যয় বলে। যেমন: Indirect materials; Indirect labour; Other Indirect factory expenses.

খ) প্রশাসনিক উপরিব্যয় (**Administrative overhead**) : প্রশাসনিক ব্যয় বলতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকারের পরোক্ষ ব্যয়কেই বুঝায়। যেমন: Office salary; Rent, Rates and taxes; Director's fee.

গ) বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয় (**Selling & distribution overhead**) : কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বণ্টন করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাকে বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয় বলে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ সংগ্রহ করা, নতুন বাজার দখল, বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ, বিজ্ঞাপন প্রদান, পুরাতন বাজার ধরে রাখা সংক্রান্ত ব্যয়কেই বিক্রয় ব্যয় বলে। যেমন: Advertising; Showroom expenses; Carriage outwards; Bad debts; Market research expenses.



সারসংক্ষেপ:

উৎপাদনের উপাদান তিনটি যথা: ১। কাঁচামাল ২। শ্রম বা মজুরি ৩। অন্যান্য খরচ (উপরিখরচ)। এ তিনটি উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের খরচকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গুচ্ছভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করাই হলো ব্যয়ের উপাদানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।

পাঠ-২.৩

আচরণভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ
Behaviour-wise Classification

উদ্দেশ্য

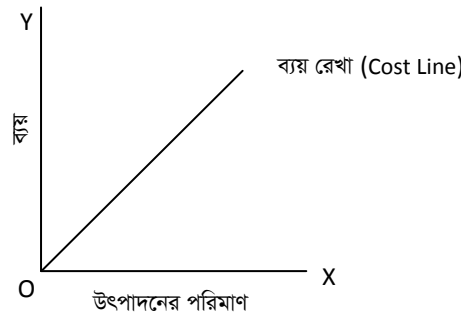
এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যয়ের আচরণ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ব্যয়ের আচরণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আচরণভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ
Behaviour-wise classification

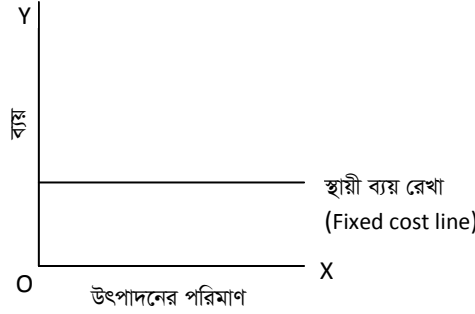
হিসাবশাস্ত্রবিদগণ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়গুলোর আচরণ অনুযায়ী পূর্ব থেকে অনুমান করে বাজেট নির্ধারণ করে থাকেন। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু কিছু ব্যয় একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন সীমা পর্যন্ত কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থির থাকে। আবার কিছু কিছু ব্যয় উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে ওঠানামা করে। বিশেষ কিছু ব্যয় রয়েছে যাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ স্থির, বাকি অংশটুকু পরিবর্তনশীল। উৎপাদন পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদন ব্যয়ের আচরণেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। এ আচরণের বিভিন্নতার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যয়কে নিম্নে বর্ণিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable cost)** : যে সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যক্ষভাবে এবং সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয় তাদেরকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London এর মতে, Variable cost is a cost which in aggregate trends to vary in direct proportion to change in the volume of output or sales. মোট কথা হলো, পরিবর্তনশীল ব্যয় এমন একটি ব্যয়, যার মোট পরিমাণ কার্যমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরাসরি আনুপাতিক হারে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এ ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটলেও একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এক একক দ্রব্য উৎপাদন করতে যদি ৫ কেজি কাঁচামাল লাগে তবে ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করতে ৫০ কেজি কাঁচামাল লাগবে। এখানে একক প্রতি কাঁচামাল ব্যয় একই থাকবে। পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ধারণাটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:

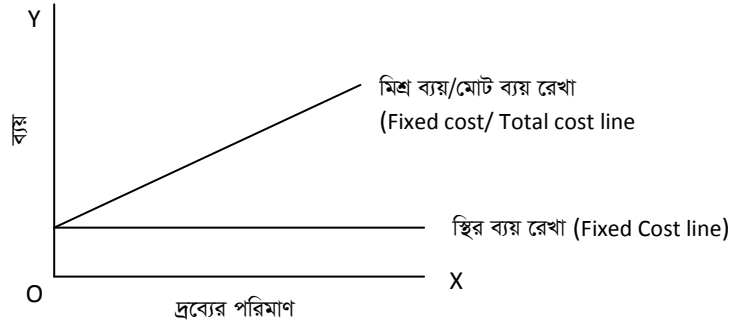


২। **স্থায়ী ব্যয় (Fixed cost)** : যে ব্যয় কোনো নির্দিষ্ট কার্যসূত্র পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। গ্যারিসন ও নরেন-এর ভাষায়, স্থায়ী ব্যয় হলো এমন একটি ব্যয় যা একটি প্রাসঙ্গিক সীমার মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হলেও মোট পরিমাণ স্থির থাকে। (A fixed cost is a cost that remains constant, in fixed, regardless of changes in the level of activity within the relevant range).

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London - এর মতে “উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হবার ফলেও যে সকল ব্যয় স্থিতিশীল থাকে তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে”। স্থায়ী ব্যয়ের অধিকাংশই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। যেমন: যন্ত্রপাতির অবচয়, উৎপাদন তদারককারী ও ব্যবস্থাপকের বেতন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসে একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেননা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হয় আবার উৎপাদন হ্রাস পেলে উৎপাদন ক্ষমতা অলস পড়ে থাকে। স্থায়ী ব্যয়ের ধারণাটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



৩। **মিশ্র ব্যয় (Mixed Cost)** : যে ব্যয়ের আংশিক স্থির, আংশিক পরিবর্তনশীল তাকে মিশ্র ব্যয় বলে। অর্থাৎ খরচের একটি নির্দিষ্ট লেভেলের পরবর্তীতে ব্যবহারের ওপর মিশ্র ব্যয় ধার্য করা হয়। যেমন: বিদ্যুৎ খরচ, টেলিফোন কল খরচ ইত্যাদি। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোন ব্যবহার না করা হলেও এর একটি নির্দিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, যা স্থির। নির্দিষ্ট লেভেলের পরবর্তীতে ব্যবহারের ওপর যা ধার্য করা হয় তা পরিবর্তনশীল। মিশ্র ব্যয়ে স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। মিশ্র ব্যয়ের ধারণাটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো:



মিশ্র ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করা যায়- যা নিম্নরূপ :

(ক) **আংশিক পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi variable Cost)** : আংশিক পরিবর্তনশীল ব্যয় মূলত একটি পরিবর্তনশীল ব্যয়। কিন্তু এ ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয় না। যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচকে আংশিক পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। যদি কখনো এমন চুক্তি হয় যে, প্রতিমাসে যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১,০০০ টাকা এবং প্রতি ঘণ্টা মেরামতের জন্য ১০ টাকা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে, তবে এটা আংশিক পরিবর্তনশীল ব্যয় হবে। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধির সাথে সাথে এ ধরনের ব্যয় সামান্য পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি পায়।

(খ) **আংশিক স্থায়ী ব্যয় (Semi fixed cost)** : আংশিক স্থায়ী ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় না। তবে এটি উৎপাদন পরিমাণের একটি পরিসরে স্থায়ী থাকে এবং পরিসর অতিক্রমের সাথে সাথে এ ব্যয় হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়ে আরেকটি পরিসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। যেমন: ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৫,০০০ টাকা ভাড়া মূল্যের একটি শ্রেণি কক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু ৫০ জনের সীমা অতিক্রম করলেই আরো একটি কক্ষের প্রয়োজন হবে। যার ফলে স্থায়ী খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এ ব্যয়ের লেখচিত্র তৈরি করলে চিত্রটি একটি সিঁড়ির আকার ধারণ করে তাই একে সিঁড়ি ব্যয় বা ধাপ ব্যয় বলে।



সারসংক্ষেপ:

যে সকল ব্যয় উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রত্যক্ষভাবে এবং সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয় তাদেরকে প্রকৃত পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয় না এমন ব্যয়কে আংশিক পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। অপরপক্ষে, যে সকল ব্যয় কোনো নির্দিষ্ট কার্যস্তর পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না তাকে প্রকৃত স্থায়ী ব্যয় বলে। কার্যস্তর সীমা পরিবর্তন হলে যেসব স্থায়ী ব্যয়ের পরিবর্তন হয় তাকে আংশিক স্থির ব্যয় বলে। আবার, যে ব্যয়ের আংশিক স্থির, আংশিক পরিবর্তনশীল তাকে মিশ্র ব্যয় বলে।

পাঠ-২.৪

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয়ের বিশ্লেষণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

Analytical Classification of Cost for Decision Making



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কোনো কোনো ব্যয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।



সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয়ের বিশ্লেষণভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

Analytical classification of cost for decision-making

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার বলা হয়। ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ের বিশ্লেষণধর্মী শ্রেণিবিন্যাস খুবই প্রয়োজন। নিম্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে ব্যয়ের বিশ্লেষণধর্মী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করা হলো:

- ১। **সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost)** : বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলে। ব্যবস্থাপকের হাতে যখন একাধিক বিকল্প থাকে তখন তিনি একটি বিকল্প গ্রহণ করে অন্যান্য বিকল্পগুলোকে বাতিল করেন। যেই বিকল্পটি তিনি গ্রহণ করেন সেই গৃহীত বিকল্পের একটি সুযোগ ব্যয়ের সৃষ্টি হবে। বাতিল করা বিকল্পের সর্বাধিক মূল্যটিই গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়। মনে করি, কোনো একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠান যদি সুতা বিক্রয় করে তবে সে দশ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে পারে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদি সুতা বিক্রয় না করে কাপড় তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে কাপড় তৈরির সুযোগ ব্যয় হবে দশ লক্ষ টাকা। সুযোগ ব্যয় যেহেতু নগদ খরচ নয়, সেহেতু এটাকে হিসাবে লিপিবদ্ধ করার প্রশ্নও ওঠে না। বিকল্প মূল্যায়নের জন্য সুযোগ ব্যয়ের বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজন। সুযোগ ব্যয় কখনো রাজস্ব হিসাবে আবার কখনো লাভ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। সহজ কথায় বলা যায়, বর্জিত বিকল্পের মূল্যই গৃহীত বিকল্পের সুযোগ ব্যয়। Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London এর ভাষায়, “Opportunity cost as the value of benefit sacrificed in favour of an alternative course of action”. Garrison & Noreen - এর ভাষায়, “Opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selected over another”.
- ২। **পার্থক্যমূলক ব্যয় (Differential cost)** : দুইটি বিকল্পের মোট ব্যয়ের তুলনামূলক ব্যবধানকেই হিসাবশাস্ত্রে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলে। কার্যসূত্রের পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেও পার্থক্যমূলক ব্যয় বলে। সংক্ষিপ্তভাবে আমরা বলতে পারি, দুটি বিকল্পের মোট ব্যয়ের পার্থক্যকে পার্থক্যমূলক ব্যয় বলা হয়। Hermanson - এর ভাষায়, পার্থক্যমূলক ব্যয় হলো দুটি বিকল্পের প্রাসঙ্গিক ব্যয়ের পার্থক্যের পরিমাণ। পার্থক্যমূলক ব্যয় বর্ধিত বা হ্রাসকৃত উভয়ই হতে পারে। পার্থক্যমূলক ব্যয় যদি বর্ধিত হয় তবে তাকে বর্ধিত পার্থক্যমূলক ব্যয় (Incremental differential cost) বলে। আবার, পার্থক্যমূলক ব্যয় যদি হ্রাস পায় তবে তাকে হ্রাসকৃত পার্থক্যমূলক ব্যয় (Decremental differential cost) বলে। পার্থক্যমূলক ব্যয় পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী উভয়ই হতে পারে।
- ৩। **ডুবন্ত ব্যয় বা নিমজ্জিত ব্যয় (Sunk Cost)** : যে ব্যয় অতীতে সংঘটিত হয়েছে এবং উদ্ধারযোগ্য নয় তাকে ডুবন্ত বা নিমজ্জিত ব্যয় বলে। অর্থাৎ অতীতে ব্যয় করা হয়েছে এমন ব্যয়কে ডুবন্ত বা নিমজ্জিত ব্যয় বলে। Garrison & Noreen এর ভাষায়, নিমজ্জিত ব্যয় হলো এমন একটি ব্যয় যা পূর্বেই ব্যয়িত হয়েছে এবং যা বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেমন: একটি যন্ত্রপাতি ১,৫০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল যার residual value হলো ৩০,০০০ টাকা, ডুবন্ত ব্যয় বা চলতি ব্যয় হবে (১,৫০,০০০ - ৩০,০০০) =

১,২০,০০০ টাকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এ ব্যয়কে অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে ডুবন্ত বা নিমজ্জিত ব্যয়ের যেটুকু উদ্ধারযোগ্য তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

- ৪। **নির্গত ব্যয় বা চলতি ব্যয় (Out of pocket cost)** : একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় সংঘটিত হয়। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে এ ব্যয়গুলো বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নগদ ব্যয় বা নির্গত ব্যয় উক্ত ব্যয়গুলোর মধ্যে একটি। উৎপাদন অব্যাহত রাখলে যে পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে বা কোনো প্রকল্প গ্রহণের ফলে যে অতিরিক্ত নগদ অর্থ ব্যয় হবে তাকে নির্গত ব্যয় বা চলতি ব্যয় বলে। সংক্ষেপে বলা যায় যদি কোনো সিদ্ধান্তের জন্য কোনো ব্যয় সংগঠিত হয় তাকে চলতি ব্যয় বলে। মজুরি, কাঁচামাল ও পরিবহন ব্যয় প্রভৃতি নগদ ব্যয়ের উদাহরণ। নগদ ব্যয় স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উভয়ই হতে পারে। যথা - ব্যবস্থাপকের বেতন স্থায়ী নগদ ব্যয়। প্রত্যক্ষ মজুরি ও কাঁচামাল পরিবর্তনশীল নগদ ব্যয়। পরিশেষে বলা যায়, নগদ ব্যয় বলতে ঐ ব্যয়কে বুঝায় যার জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে হয়।
- ৫। **আরোপিত ব্যয় (Imputed cost)** : যে সকল ব্যয় কখনো নগদ বহিঃপ্রবাহ ঘটায় না বা আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয় না তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচনা করতে হয় এগুলোকে আরোপিত ব্যয় বলে। যেমন - মালিকের মূলধনের সুদ ও নিজ দালানের ভাড়া ইত্যাদি।
- ৬। **পরিহারযোগ্য ব্যয় (Avoidable cost)** : প্রক্রিয়া অথবা সংগঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যয় বর্জন করা যায়, তাকে পরিহারযোগ্য ব্যয় বলা হয়। কোনো কাজ বাদ দিয়ে শ্রমিকের মজুরি হ্রাস করতে পারলে এটিকে পরিহারযোগ্য বলে গণ্য করা যাবে।
- ৭। **অপরিহারযোগ্য ব্যয় (Unavoidable cost)** : প্রক্রিয়া বা সংগঠনের পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যয়ের পরিবর্তন না হয়, তখন ব্যয়গুলোকে অপরিহারযোগ্য ব্যয় বলা হয়। যেমন - স্থায়ী কর্মচারীগণের বেতন সংক্রান্ত ব্যয়। কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপরিহারযোগ্য ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা হয়।
- ৮। **উৎপাদন বন্ধ সংক্রান্ত ব্যয় বা কারখানা বন্ধ রাখা ব্যয় (Shut down cost)** : কোনো কারণে সাময়িকভাবে উৎপাদন কার্য বন্ধ বা স্থগিত করা সত্ত্বেও যে ব্যয় অব্যাহত থাকে তাকে কারখানা বন্ধ রাখা ব্যয় বলে। যেমন: উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, অবচয়, কারখানার নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন ইত্যাদি এ প্রকার ব্যয়ের উদাহরণ। এ প্রকার ব্যয়গুলো সাময়িকভাবে উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসেবে বিবেচিত।
- ৯। **পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয় (Abandonment cost)** : কোনো একটি সম্পত্তি অথবা প্রকল্প পরিত্যাগ করার সময় যে ব্যয়গুলো হয়ে থাকে তাকে পরিত্যাগ ব্যয় বলে। যেমন: কারখানায় ব্যবহৃত কোনো অকার্যকরী পুরাতন যন্ত্রকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে একটি নতুন যন্ত্র স্থাপন করার সময় প্রথমেই পুরাতন যন্ত্রটিকে কারখানা হতে সরাবার জন্য যে ব্যয় হবে তাকে উক্ত যন্ত্র পরিত্যাগ সম্পর্কিত ব্যয় বলা হবে। এ ব্যয় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসাবে বিবেচিত।
- ১০। **নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Controllable cost)** : যে সব ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা ব্যবস্থাপকের হাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে সে সব ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। অর্থাৎ কোনো ব্যয় যদি ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রভাবিত হয় তবে তাকে নিয়ন্ত্রিত ব্যয় বলা যাবে। ব্যবস্থাপকের সুষ্ঠু তদারকরির মাধ্যমে এ ধরনের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফোরম্যান ও সুপারভাইজার তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মালের ব্যবহার বা অপচয় হ্রাস করে একক প্রতি কাঁচামাল ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। বিদ্যুৎ খরচ, পানির ব্যয়, অলস শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়ের উদাহরণ।
- ১১। **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Uncontrollable cost)** : যে সব ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা ব্যবস্থাপকের হাতে নিয়ন্ত্রিত থাকেনা সে সব ব্যয়কে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। অর্থাৎ যে ব্যয়সমূহ ব্যবস্থাপক ইচ্ছা করলেই হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারেনা সেসব ব্যয়ই অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চুক্তি অনুযায়ী ঘরভাড়া প্রদান করতে হয়, স্থায়ী কর্মচারীর বেতন পরিশোধ করতে হয় এগুলোর ওপর ব্যবস্থাপকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London এর মতে, "Non controllable cost as a

cost chargeable to a cost center, which cannot be influenced by the action of the person in whom control of the center is vested."

- ১২। **প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant cost)** : একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যে ব্যয় বিকল্পসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। Garison I Noreen এর মতে, A cost that differ between alternatives in a particular decision is called relevant cost.
- ১৩। **অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় (Irrelevant cost)** : সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচার বিবেচনা করার সময় যে ব্যয়গুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না সেগুলোকে উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বলা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এ ধরনের ব্যয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়।



সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক কিংবা পরিচালনা পর্ষদকে দৈনন্দিন নানাধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন ধরনের ব্যয়কে বিবেচনায় আনতে হয়। যেমন: সুযোগ ব্যয়, পার্থক্যমূলক ব্যয়, ডুবন্ত ব্যয় বা নিমজ্জিত ব্যয়, নির্গত ব্যয় বা চলতি ব্যয়, আরোপনীয় ব্যয়, পরিহারযোগ্য ব্যয় এবং অপরিহারযোগ্য ব্যয়, উৎপাদন বন্ধ সংক্রান্ত ব্যয় বা কারখানা বন্ধ রাখা ব্যয়, পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়, প্রাসঙ্গিক ব্যয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি। এসব ব্যয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করা সম্ভব হবে।

পাঠ-২.৫

পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

Distinction between Product Cost and Period Cost



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয় কী তা বলতে পারবেন।
- পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।



পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়

Product cost and period cost

পণ্য অথবা সময়ের সাথে সংযুক্তি রেখে আমরা ব্যয়কে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যথা: পণ্য ব্যয় (Product cost) এবং কালীন ব্যয় (Period cost)। এ দুটি ব্যয় ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে ব্যয় পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও কারখানার স্থায়ী খরচকে আনুপাতিক হারে উৎপাদন ব্যয়ে ধার্য করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকে পণ্য ব্যয় বলে। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও কারখানার উপরিব্যয় পণ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। Garrison & Noreen এর মতে "Product costs are all costs that are involved in the purchase or manufacture of goods. In the cost of manufactured goods, these costs consist of direct materials, direct labor and manufacturing overhead". অর্থাৎ পণ্য ব্যয় হলো পণ্য ত্রয় বা পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত যাবতীয় ব্যয়। পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ মাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং উৎপাদন উপরি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট সময় কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যয়কেই কালীন ব্যয় (Period costs) বলে। এ শ্রেণির ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় না, এগুলোকে আর্থিক বছরে চার্জ করা হয়। যেমন: বেতন, ভাড়া, অফিস ও প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি। Garrison & Noreen এর মতে "Period costs are those costs that are taken directly to the income statements expenses in the period in which they are incurred such costs consist of selling and administrative expenses" অর্থাৎ কালীন ব্যয় হলো ঐসব ব্যয় যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং ঐ সময়ের আয় বিবরণীতে সরাসরি খরচ হিসাবে দেখানো হয়, বিক্রয় এবং প্রশাসনিক খরচ এ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

Distinction between product cost and period cost

পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য আর্থিক ফলাফলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিষ্ঠানের কোনো সমাপনী মজুদপণ্য না থাকলে অর্থাৎ সকল উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হলেই কেবল পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের আর্থিক ফলাফল একই হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি দেখা যায়না, কেননা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু অবিক্রিত পণ্য থাকে। যার ফলে, আর্থিক ফলাফলে উভয় ব্যয়ের প্রভাব পড়ে। ব্যবসায়ের প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পণ্য ব্যয় এবং কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ খুবই জরুরি। নিম্নে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো :

শিরোনাম	পণ্য ব্যয়	কালীন ব্যয়
১. ব্যয়ের উপাদান (Elements of Cost)	পণ্য ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ; স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল সব ব্যয় পণ্য ব্যয়ের উপাদান।	কালীন ব্যয়গুলো উৎপাদনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় না।

২. পণ্যের সঠিক মূল্যায়ন (Perfect product valuation)	যেহেতু পণ্য ব্যয় নির্ণয়ে সব স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয়, সেহেতু এ পদ্ধতিতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় সঠিক হয়।	যেহেতু স্থায়ী ব্যয়গুলোকে কালীন ব্যয় বিবেচনা করে উৎপাদনের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, সেহেতু উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়ও সঠিক হয় না।
৩. মজুদ পণ্যের অন্তর্ভুক্ত (Include in Stock)	যেহেতু সব ব্যয় উৎপাদনের অংশ সেহেতু উৎপাদিত পণ্যের অবিক্রীত অংশের মধ্যে এ ব্যয়ের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে।	যেহেতু কালীন ব্যয় উৎপাদনের অংশ নয় সেহেতু এ ব্যয় উৎপাদিত পণ্যের অবিক্রীত অংশ বা মজুদ মালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
৪. ব্যয় স্থানান্তর (Transfer of cost)	যেহেতু সব ব্যয় উৎপাদনের অংশ, সেহেতু অবিক্রীত পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অংশ পরবর্তী বছরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।	এ ধরনের ব্যয় চলতি বছরেই চার্জ করা হয়, বলে পরবর্তী বছরে স্থানান্তর হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।
৫. সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (Include in assets)	পণ্য বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।	পণ্য বিক্রয় হোক বা না হোক এ ব্যয় কখনোই সম্পত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না।
৬. উন বা অতি বণ্টন (Under/over absorption)	এ ব্যয়ে কারখানার উপরি ব্যয় উন বা অতি বণ্টন হতে পারে।	এ ব্যয়ে কারখানার ব্যয় কখনোই উন/অতি বণ্টন হওয়ার সুযোগ নেই।
৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Dicision making)	বাহ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।	অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



সারসংক্ষেপ:

যে ব্যয় পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও কারখানার স্থায়ী খরচকে আনুপাতিক হারে উৎপাদন ব্যয়ে ধার্য করে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাকে পণ্য ব্যয় বলে। পক্ষান্তরে, যে ব্যয় পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ উপাদান দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করে কালীন সব ব্যয় আর্থিক বছরে চার্জ করা হয় তাকে কালীন ব্যয় বলে।

পাঠ-২.৬

উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় প্রবাহ

Costs Flow of a Manufacturing Concern



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

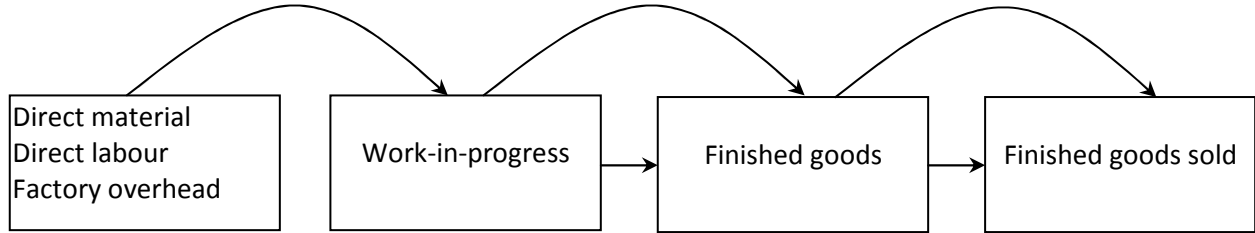
- উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রবাহ কীরূপ তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ ব্যয় প্রবাহটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় প্রবাহ

Costs flow of a manufacturing concern

উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রথম কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়। এ কাঁচামালকে উৎপাদন বিভাগে প্রেরণের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপাদনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। উৎপাদনকার্য চলাকালীন সময়ে এটা আংশিক সমাপ্ত পণ্য (Partly finished goods) বা চলতি কার্য (Work-in-Progress) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পর্যায়ক্রমে সংগৃহীত কাঁচামাল, চলতি কার্যের ধাপ অতিক্রম করে তৈরি দ্রব্য (Finished goods) রূপান্তরিত হয়, যা গুদামে মজুদ করা হয় এবং গুদাম থেকে ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নোক্ত প্রবাহটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে:



চিত্রঃ উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রবাহ

উৎপাদন ব্যয় হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়াটিও একই ধারায় এগিয়ে চলে। এ হিসাবরক্ষণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো উৎপাদিত দ্রব্যটির একক মূল্য নির্ণয় করা। এ মূল্য নির্ণয় পদ্ধতিটি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদানভিত্তিক মোট কিংবা একক প্রতি পরিমাণ জানা সম্ভবপর হয়। যেমন: ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়, প্রত্যক্ষ শ্রম ও কারখানার উপরিব্যয়, চলতি কার্য ব্যয়, চূড়ান্ত দ্রব্য ব্যয় এবং বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ইত্যাদি। বিষয়টি সম্পর্কে আরও ধারণা অর্জনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত পূর্ণাঙ্গ ব্যয়প্রবাহ তালিকাটি লক্ষ্য করি:

1. Material	
Material Purchased	Material used: Direct material, Indirect material
2. Labour	
Gross wages paid	Allocated: Direct labour, Indirect labour
3. Production overhead	
Indirect material used Indirect labour Indirect factory expenses	Applied or transferred to Work-in-Progress

4. Work-in-progress	
Direct material used Direct labour Production overhead	Cost of goods manufactured
5. Finished goods	
Cost of finished goods	Cost of finished goods sold
6. Cost of goods sold	
Cost of finished goods sold	Sales



সারসংক্ষেপ:

উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রবাহের মূলত তিনটি ধাপ, যথা: কাঁচামাল, চলতি কার্য এবং তৈরি দ্রব্য। আবার, উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের ব্যয় প্রবাহের মূলত ছয়টি স্তর, যথা: কাঁচামালের ব্যয়, প্রত্যক্ষ শ্রম ও কারখানার উপরিব্যয়, চলতি কার্য ব্যয়, চূড়ান্ত দ্রব্য ব্যয় এবং বিক্রিত পণ্যের ব্যয়।

পাঠ-২.৭

ব্যয় বিবরণী

Cost Sheet



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যয় বিবরণী কী তা বলতে পারবেন।
- ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন্ কোন্ ব্যয়গুলো ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হয়না তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন।



ব্যয় বিবরণী

Cost sheet

যে বিবরণীতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মোট ব্যয়কে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করে দেখানো হয়, তাকে ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। ইংরেজিতে এটিকে Cost sheet, Cost statement, Cost card ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রিন্সিপাল এম. এ কালামের মতে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে, তাকে ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London এর মতে, “Cost sheet is a document which provides for the assemble of the detailed cost of a cost center or cost unit”. অর্থাৎ ব্যয় তালিকা হলো একটি দলিল যা কোনো ব্যয় কেন্দ্র বা ব্যয় এককের বিস্তারিত ব্যয়সমূহ সংযোজনের ব্যবস্থা করে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রয়োজনের তাগিদে মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক কিংবা বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। ব্যয় বিবরণী সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য বা একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য বা একটি ব্যয় কেন্দ্রের জন্যও তৈরি করা হয়ে থাকে। নিম্নে একটি ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক দেখানো হলো:

Name of the Organisation
Cost Sheet / Cost Statement
For the period ended

Cost Items	Tk.	Tk.
Direct raw materials - beginning		
Add : Net purchase of raw materials :		
Raw materials purchase	***	
Less : Return of purchase materials	***	
Less : Purchase discount	***	***

Add : Purchase discount	***	***
1. Raw materials available for use	***	
Less : Direct raw materials - ending	***	
2. Direct Raw materials consumed/used		***
Add : Direct wages/labour cost		***
Other direct expenses		***
3. Prime Cost		***

Add : Factory overhead/works overhead/works on cost	***	
Less : Sale of scrap	***	***
4. Total manufacturing cost (for finished & unfinished goods)		***
Add : Work-in-progress - beginning	***	
Less : Work-in- progress-ending	***	***
5. Cost of goods manufactured/production (for finished goods)		***
Add : Finished goods- beginning	***	
Less : Finished goods- ending	***	***
6. Cost of goods sold (COGS)		***
Add : Office & administration overhead	***	
Selling & distribution overhead	***	***
7. Total Cost		***
Add/Less : Profit/Loss		***
8. Sales		***

ব্যয় বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হয়না এমন দফাসমূহ:

কিছু কিছু ব্যয় রয়েছে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে জড়িত নয়, কারণ এ দফাগুলো সম্পূর্ণ রূপেই আর্থিক প্রকৃতির, ফলে এগুলোকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। এ দফাগুলো সরাসরি আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। যেমন: নগদ বাট্টা, ঋণের ওপর সুদ, ঋণপত্রের ওপর সুদ, সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি; কমিশন প্রাপ্তি, বিনিয়োগের ওপর লাভ বা ক্ষতি, প্রাথমিক খরচ, সুনাম অবলোপন, দায় গ্রাহকের কমিশন অবলোপন; ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ, মুনাফা বা লভ্যাংশ বণ্টন, যে কোনো মূলধনী লাভ ও লোকসান, অবহারে ও অধিহারে শেয়ার ও ঋণপত্র বিলি; প্রদত্ত দান, প্রদত্ত চাঁদা, অস্বাভাবিক ক্ষতি, বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তি, আয়কর আইন অনুসারে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, কর্মচারীদের অবসর ভাতা, অস্বাভাবিক অলস সময় ও সুযোগ সুবিধার ব্যয়, অনাদায়ী ও সন্দেহজনক পাওনার ভবিষ্যত ব্যবস্থা ইত্যাদি।



সারসংক্ষেপ:

ব্যয় বিবরণী সমগ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য বা একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য বা একটি ব্যয় কেন্দ্রের জন্যও তৈরি করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে বিবরণীতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মোট ব্যয়কে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করে দেখানো হয়, তাকে ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। ইংরেজিতে এটিকে Cost sheet, Cost statement, Cost card ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

পাঠ-২.৮

ব্যয় বিবরণী: গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

Cost Sheet: Mathematical Problem and Solutions



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবেন।



ব্যয় বিবরণী: গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

Costs sheet: mathematical problem and solutions

Example 1: The following particulars have been extracted from the books of ABC Manufacturing Company as on 31st December, 2019.

	<u>Taka</u>
Purchase of raw materials	70,000
Direct wages	54,500
Inventory of raw materials (1-1-2019).....	75,000
Inventory of raw materials (31-12-2019)	91,500
Inventory of finished goods (1-1-2019)	54,000
Inventory of finished goods (31-12-2019)	31,000
Inventory of work-in-progress (1-1-2019)	30,000
Inventory of work-in-Progress (31-12-2019)	35,000
Sales	2,20,000
Factory insurance	18,000
Indirect wages	2,750
Depreciation of plant and machinery	3,500
Direct expenses	1,500
Sundry factory expenses	10,000
Salesman salaries and commission	6,500
Office rent	2,500
Sundry office expenses	6,500
Advertisement expenses	3,500
Carriage outward	2,500

You are required to prepare a statement of cost showing:

(a) Raw material consumed (b) Prime cost (c) Cost of production (d) Net profit or loss

Solution:

ABC Manufacturing Company

Cost Statement

For the year ended 31st December, 2019

Elements	Taka	Taka
Beginning inventory of raw materials	75,000	
Add: Purchase of raw materials	<u>70,000</u>	
Raw materials available for use	1,45,000	

Less: Ending inventory of raw materials	<u>91,500</u>	
(a) Raw material consumed		53,500
Direct wages		54,500
Direct expenses		<u>1,500</u>
(b) Prime cost		1,09,500
Add: Factory expenses/ Overhead :		
Factory insurance	18,000	
Indirect wages	2,750	
Depreciation of plant and machinery	3,500	
Sundry factory expenses	<u>10,000</u>	
Total factory overhead		<u>34,250</u>
Cost of goods put into production		1,43,750
Add: Beginning inventory of work-in-progress		<u>30,000</u>
Cost of goods process during the year		1,73,750
Less: Ending inventory of work-in-progress		<u>35,000</u>
(c) Cost of production		1,38,750
Add: Beginning inventory of finished goods		<u>54,000</u>
Cost of goods available for sale		1,92,750
Less: Ending inventory of finished goods		<u>31,000</u>
Cost of Goods Sold		1,61,750
Add: Office & administrative overhead :		
Office rent	2,500	
Sundry office expenses	<u>6,500</u>	
Add: Selling and distribution overhead :		9,000
Salesman salaries & commission	6,500	
Advertisement expenses	3,500	
Carriage outward	<u>2,500</u>	
Cost of Sales/ Total cost		<u>1,83,250</u>
Net Profit (Balancing figure)		<u>36,750</u>
Sales		<u><u>2,20,000</u></u>

Example 2: The books of the Smart Electronics Company engaged in assembling micro wave oven, show the following information for the six months ended 31st December, 2019.

Amount in Taka

Raw materials purchased.....	30,92,500
Inventories on 1 st July, 2019:	
Raw materials.....	2,50,000
Finished goods (100 ovens)	41,150

Direct labour	20,50,000
Factory overhead	8,70,100
Selling expenses	4,28,000
General and administrative expenses	4,83,000
Sales (12,000 ovens)	73,70,000
Inventories on 31 st December, 2019:	
Materials	1,50,000
Finished goods (500 ovens)	

No unfinished works on hand

Required : You are required to prepare an income statement for the period showing prime cost, cost of goods manufactured, cost of goods sold, gross profit and net profit. Workings are the part of your answer.

Solution :

Smart Electronics Company
Income statement
For the six month ended 31st December, 2019

Elements	Taka	Taka
Sales (A)		73,70,000
Beginning inventory of raw materials	2,50,000	
Add : Materials purchased	<u>30,92,500</u>	
Materials available for use	33,42,500	
Less: Ending inventory of materials	<u>1,50,000</u>	
Direct materials consumed		31,92,500
Add: Direct labour		<u>20,50,000</u>
Prime cost		52,42,500
Factory overhead		<u>8,70,100</u>
Cost of goods manufactured		61,12,600
Add: Beginning inventory of finished goods		<u>41,150</u>
Cost of goods available for sale		61,53,750
Less: Closing inventory of finished goods (500 oven @ Tk. 492.95)		<u>2,46,475</u>
Cost of goods sold (B)		59,07,275
Gross profit (A-B)		14,62,725
Less: Commercial or operating expenses:		
Selling expenses	4,28,000	
General and administrative expenses	<u>4,83,000</u>	
Total operating expenses		<u>9,11,000</u>
Net Profit		<u>5,51,725</u>

Workings:**1) Computation the number of units manufactured:**

Closing inventory of finished goods	500 units
Add: Sales unit	<u>12,000</u> units
Total units available	12,500 units
Less: Opening inventory of finished goods	<u>100</u> units
Production unit during the period	<u>12,400</u> units

$$\begin{aligned}
 \text{2) Unit cost of oven manufactured} &= \frac{\text{Cost of goods manufactured}}{\text{Units produced}} \\
 &= \frac{\text{Tk. 6112600}}{12400 \text{ units}} = \text{Tk. 492.95}
 \end{aligned}$$

Example 3 : Following data are extracted from the cost record of Health Care Company Limited for the year ending 31st December, 2019:

	<u>Taka</u>
Raw materials on 1.1.2019	70,000
Raw materials on 31.12.2019	50,000
Work-in-progress on 1.1. 2019	30,000
Work-in-progress on 31.12.2019	50,000
Finished goods on 1.1.2019	55,000
Finished goods on 31.12.2019	65,000
Raw material purchase	100,000
Carriage on purchase	5,000
Direct wages	75,000
Factory overhead-applied	65,000
Factory overhead actual	60,000
Financial expenses	8,000
Selling & distribution overhead (actual)	12,000
Administrative overhead (actual)	15,000

You are required to prepare a schedule of cost of goods sold.

Solution :

Health Care Company Limited
Schedule of cost of goods sold
For the year ended 31st December, 2019

Elements	Taka	Taka
Opening stock of raw materials		70,000
Raw material purchase	1,00,000	
Add: Carriage	<u>5,000</u>	
Delivered cost of raw material		1,05,000
Material available for use		1,75,000
Less: Closing stock of material		<u>50,000</u>
Cost of raw material used		1,25,000
Direct wages		75,000
Prime cost		2,00,000
Factory overhead applied		65,000
		2,65,000
Add: Opening work-in-progress		30,000
Total work-in-progress during 2019		2,95,000
Less: Closing work-in-progress		<u>50,000</u>
Cost of goods manufactured		2,45,000
Add: Opening stock of finished goods		55,000
		3,00,000
Less: Closing stock of finished goods		<u>65,000</u>
		2,35,000
Less: Over applied factory overhead (65,000-60,000)		5,000
Cost of goods sold		<u>2,30,000</u>

**সারসংক্ষেপ:**

ব্যয় তালিকা হলো একটি দলিল যা কোনো ব্যয় কেন্দ্র বা ব্যয় এককের বিস্তারিত ব্যয়সমূহ সংযোজনের ব্যবস্থা করে। এ তালিকায় মোট ব্যয়কে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিবিভাগ করে দেখানো হয়। তবে উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, এমন ধরনের ব্যয়সমূহ উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। এ দফাগুলো সরাসরি আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়।



ইউনিট মূল্যায়ন

- ১। ব্যয় কী? খরচ, ক্ষতি ও সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য দেখান। (What is cost? Show the differences among the expenses, loss and assets).
- ২। উপাদানভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন। (Describe the element-wise classification of cost)
- ৩। আচরণভিত্তিক ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন। (Explain the behavioural classification of cost).
- ৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয়ের বিশ্লেষণধর্মী শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করুন। (Describe the analytical classification of cost for decision making).
- ৫। পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। (Distinguish between product cost and period cost).
- ৬। From the following particulars, prepare a cost sheet for the month ended 31st January, 2019:

	<u>Taka</u>
Stock on 1-1-2019 :	
Raw materials	10,200
Work-in-progress	3,100
Finished goods	9,700
Stock on 31-1-2019	
Raw materials	1,500
Work-in-progress	4,000
Finished goods	3,800
Raw materials purchased	20,800
Carriage on purchase	600
Sale of finished goods	1,60,000
Direct wages	15,300
Non-productive wages	300
Chargeable expenses	700
Office overhead	2,700
Selling overhead	2,800
Factory overhead $33\frac{1}{3}\%$ of wages	

- ৭। The cost accountant of the JCS Manufacturing corporation has prepared the following summary :

Inventories of September 1, 2019 :	<u>Taka</u>	<u>Taka</u>
Raw materials	5,00,000	
Work-in-process	2,20,000	
Fuel	20,000	
Factory repair parts	28,000	
Finished goods	1,60,000	9,28,000

Raw materials purchase.....	5,80,000	
Fuel purchase.....	52,000	
Direct labour	8,31,000	
Misc factory overhead	23,000	
Repairs to factory (Including purchase of parts)	42,000	
Depreciation of plant	27,000	
Superintendence.....	12,000	
Transportation out.....	11,000	
Purchase discount lost	8,000	
Indirect factory labour	<u>20,000</u>	16,06,000


Inventories at September 30, 2019 :

Raw materials	2,60,000	
Work-in-process	1,50,000	
Fuel	34,000	
Factory repair parts	26,000	
Finished goods	<u>1,50,000</u>	6,20,000

Required :

A statement showing cost of goods sold in the proper form.

এ ইউনিটের মূখ্য শব্দসমূহ

 <p>মূখ্য শব্দ</p>	<p>ব্যয়, খরচ, ক্ষতি, কাঁচামাল, শ্রম, উপরিখরচ, কারখানা উপরিব্যয়, প্রশাসনিক উপরিব্যয়, বিক্রয় ও বিতরণ উপরিব্যয়, স্থায়ী ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, মিশ্র ব্যয়, সুযোগ ব্যয়, পার্থক্যমূলক ব্যয়, ডুবন্ত ব্যয় বা নিমজ্জিত ব্যয়, নির্গত ব্যয় বা চলতি ব্যয়, আরোপনীয় ব্যয়, পরিহারযোগ্য ব্যয় এবং অপরিহারযোগ্য ব্যয়, উৎপাদন বন্ধ সংক্রান্ত ব্যয় বা কারখানা বন্ধ রাখা ব্যয়, পরিত্যাগ সংক্রান্ত ব্যয়, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়, প্রাসঙ্গিক ব্যয় ও অপ্রাসঙ্গিক ব্যয়।</p>
---	---